দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

045

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা সমস্যা

শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষা মানুষকে বাঁচতে শেখায়। গুহাবাসী অসভ্য মানুষ সভ্য হয়েছে শিক্ষার বদৌলতে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি ও অগ্রগতিতে এর দান অপরিসীম। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা নানা সমস্যায় জর্জরিত।

এদেশে শিক্ষিতের হার মাত্র ২৯% জন। একটা স্বাধীন দেশের জন্য এ হার গৌরবের নয়। সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় দীর্ঘ সতের বছরেও এদেশে সর্বজন গ্রাহ্য একটি শিক্ষানীতি গড়ে ওঠে নাই। ফলে দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ছে না। যা-ও বাড়ছে তাতে শিক্ষার্থী প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে না। ফলে সমাজে দিন দিন বেকারের সংখ্যা বাড়ছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সেশনজট একটি ব্যাধির মতো শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে কুড়ে কুড়ে যাচ্ছে। ৩ বছরের কোর্স শেষ করতে ৫/৬ বছর লাগছে। বিষয়টি যেন রীতিতে পরিণত হতে চলেছে। ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক উভয়েই শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছেন। শিক্ষার্থী এখন শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিখতে ইচ্ছুক নন। কোনক্রমে কাম্য সার্টিফিকেটখানা হস্তগত করাটাই আসল উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করছেন। অথচ সে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় তখন তার মাঝে থাকে শেখার অদম্য বাসনা। একথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে— ইদানীং ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে তার জন্য সেশনজট পরোক্ষভাবে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

আজাকাল এদেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। এখানে গুরুত্ব সহকারে পাঠদান করা হচ্ছে না। শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রাইভেট টিউশনি কিংবা কোচিং ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এমনও শোনা যাচ্ছে যে, শ্রেণী কিংবা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট কিংবা কোচিং করলে পরীক্ষায় পাসের জন্য ভাবতে হয় না। কথাগুলো কতদূর সত্য তা সচেতন সকলের ভেবে দেখতে হবে। শিক্ষক সর্বজন শ্রদ্ধেয়, তাঁদের এটুকু মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সকল অভিভাবকই শিক্ষার্থীর প্রাইভেট টিউটর কিংবা কোচিং ক্লাসের ফি যোগাতে সক্ষম নন।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজকাল নকলের রাজত্ব চলছে। পরীক্ষার হলে ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও, নকলের দাবীতে মিটিং, মিছিল, হলত্যাগ, পরিদর্শক নাজেহাল, ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ, ককটেল ফুটানো ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে। এখন পরীক্ষা আর রাজ্য জয়ের মধ্যে যে পার্থক্য থাকছে না। শুধু তা-ই নয় সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীর হাতে কতিপয় শিক্ষক নকল তুলে দিচ্ছেন কিংবা নকল করার সুযোগ সৃষ্টি করছেন। সুতরাং যখন শিক্ষক তার সনাম কিংবা ছাত্রের মান রক্ষার্থে নকলের প্রশ্রয় দিচ্ছেন; তখন শিক্ষার্থী নিজ কৌশলে নকলের আশ্রয় নেবে তাতে বিচিত্র কি। আমাদের দেশে প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী আজো যুগোপযোগী হয়নি। এখনো তা মানবতার আমলের মত রয়ে গেছে।

ফলে শিক্ষার্থী হজম করতে পারুক আর নাই পারুক জোর করে গেলানো হচ্ছে। যখন তাতেও ব্যর্থ হচ্ছে তখন প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী নির্দিষ্ট করে পরীক্ষা নামক তরী পার হওয়ার জন্য শিখতে হচ্ছে। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট অধ্যায়গুলো থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন থাকছে না তখন বাধ্য হয়েই পরীক্ষার্থীদের নকলের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা নাজুক। সেখানে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণ করার মতো সুযোগ-সুবিধা নেই বললেও চলে। চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, স্কুলগৃহ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সর্বোপরি প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব লেগেই আছে। ফলে সুষ্ঠু শিক্ষা দানে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে। এমন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে গাছতলায় বসে শিক্ষার্থী বিদ্যার্জন করছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা হচ্ছে ব্যাহত।

এদেশে শিক্ষা বিস্তারের নামে কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতিটি বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য জেলা শহরে এমন কতগুলো কিণ্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে যেখানে এদেশীয় শিক্ষার চেয়ে বিজাতীয় শিক্ষা দান মুখ্য হয়ে পড়েছে। রাজধানীতে এমন কতগুলো কিণ্ডার গার্টেন রয়েছে যেখানে স্বাস্থ্য রক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই। অথচ চটকদার বিজ্ঞাপন ও রঙিন সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে অভিভাবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক অস্থিতিশীলতা পরিস্থিতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখন বিদ্যালয়ের চার দেয়ালে থেকে বিদ্যার্জনের তেমন সুযোগ পাচ্ছে না। এক অদৃশ্য শক্তির কারসাজিতে এখন তাদেরকে দলীয় সভা, সমিতি, মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। ফলে যে হাতে বই শোভা পাবার কথা সে হাতে শোভা পাচ্ছে ব্যানার কিংবা মাইক। দুর্নীতি ও অনাচার আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। দুর্নীতির বিষবাষ্প আজ শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র আঙ্গিনা কলুষিত করে তুলছে। ডোনেশন প্রথার অন্তরালে বহু অভিজাত বিদ্যালয়ে পরোক্ষভাবে দুর্নীতির লালন পালন চলছে।

সমস্যা যখন আছে সমাধানও থাকবে। আমরা যদি দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে এ সকল সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসি তাহলে শিক্ষার সমস্যা দূর হতে বাধ্য।

—মোঃ বাছেদ মিয়া (বাসু)।